ফিরিঙ্গিদের শুয়োরপালক!

যখন ইহুদি পরিকল্পনা ও সিরীয় সরকারের নতজানু আত্মসমর্পনে "সুওয়াইদা" থেকে বাস্তুচ্যুত বহরের ঢল নেমেছে, ঠিক তখন-ই সংবাদ আসে আল-বাব শহরে ক্রুসেডার জোটের নেতৃত্বে তাদের "সিরীয়" সেনারা যৌথ নিরাপত্তা অভিযান চালাচ্ছে একজন মুসলিমের বাড়িতে। অভিযানে হত্যা করা হয় একজন মুজাহিদ ও তাঁর দুই পুত্র সন্তানকে, আর গ্রেফতার করা হয় তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে! এরপর বিপ্লবী সরকারের প্ল্যাটফর্মগুলো গর্বভরে প্রচার করে "অভিযানের সফলতা"!

"আল-বাব"-এর এই ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ধর্মনিরপেক্ষ "এর্দোগান" বাহিনীর অপরাধের কথা, যারা বছর কয়েক পূর্বে শহরটিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো শত শত বিমান হামলায়। কারণ সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল শরিয়াহর শাসন। আজ "জোলানি" মাঠে নেমেছে আমেরিকার নেতৃত্বে সেই অসমাপ্ত মিশন শেষ করার জন্য। আর তাকে পরিচালনা করছে "ইস্তাম্বুলে" বসে থাকা তার প্রভুরা।

ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই যুদ্ধে ক্রুসেডারদের সাথে তাগুত জোলানির যে সমর্থন ও যোগসাজশ রয়েছে– তা আজ কারো কাছে নতুম বিষয় নয়। তবে এবারের সহযোগিতা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছে যে, এটি সেই কাজ যার কারণে কেউ ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। ফলে এত দিন যারা এই বাস্তবতা অস্বীকার করার চেষ্টা করছিলো তাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

আল-বাবের এই ঘটনায় তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সহযোগিতা ও সহায়তা করেছে এবং সরাসরি তাদের পক্ষ সমর্থন করেছে। আর এটা কুফর ও রিদ্দাহর মানাত (مناط), এবং ঈমানভঙ্গের একটি কারণ। যেমন ইবনু হাযম (রহঃ) 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে বলেন: "আল্লাহর বাণী: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} –তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে নিশ্চয় তাদেরই অন্তর্ভুক্ত}, এ আয়াত তার বাহ্যিক অর্থেই প্রযোজ্য, অর্থাৎ এমন ব্যক্তি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর এই সত্য বিধানটি এত স্পষ্ট যে, দুইজন মুসলিমের মধ্যেও এটা নিয়ে কোন মতভেদ নেই।"

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগিতার এই বিষয়টি "তদন্ত" করতে গিয়ে জিহাদিরা বহু বছরের বন্ধা বিতর্কে জড়িয়ে ছিলো। যা শুরু হয় শামে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে "সাহওয়াতদের" বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা থেকে। কিন্তু আজ সারা বিশ্ব এটা সরাসরি দেখছে ও শুনছে। আবার বিপ্লবী সরকারের প্রচারমাধ্যমগুলিও এখন এটা প্রচারের জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করেছে, অথচ এতবছর তারা এটাকে অস্বীকার করতো এবং মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিত!

{لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ}.

"যে ধ্বংস হওয়ার, সে যেন স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে, সে যেন স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে জীবিত থাকে।"

এটি কাফিরদের সহযোগিতা নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন সাধারণ চিত্র নয়, বরং যা ঘটতে যাচ্ছে তা হলো, নতুন সিরিয়ান সরকারকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নিবেদিত করার আনুষ্ঠানিক আয়োজন। যার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে সিরিয়ার নেতারা তাদের মাথা বিক্রি করে দিয়েছে ক্রুসেডার আমেরিকার কাছে, সিজদাবনত হয়েছে তাদের পদতলে, এবং নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছে ক্রুসেডের সৈনিক হিসেবে। এভাবে তারা ক্রুসেডারদের সেবাদাস এবং তাদের জোটের উপস্থিত বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। ক্রুসেডাররাই এখন তাদের শাসক, পরিচালক এবং আদেশের অধিকারী।

আল্লাহর দিকে আহ্বান: তোমাকেই বলছি হে সন্দিহান জিহাদি! তাদের এসব কর্মকাণ্ড কি স্পষ্ট রিদ্দাহ নয়? এটাকি সম্মান ও আত্মমর্যাদার শামভূমিতে রিবাত ও জিহাদরত মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফের "জায়োন-ক্রুসেডারদের" পক্ষ সমর্থন নয়? তাহলে কি তোমরা "জায়োন-ক্রুসেডারদের"কে মুসলিম মনে করো? নাকি দাওলাতুল ইসলামকে কাফের মনে করো? 'ইহুদি-খ্রিস্টান জোটের' প্রতি তাগুত জুলানীর আনুগত্য আর অন্যান্য তাগুতদের সেই একই জোটের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে পার্থক্য কী?! নাকি এটা শুধু বিন যায়েদ, সিসি ও তাদের বাহিনীর জন্য হারাম?! আর জুলানী ও তার বাহিনীর জন্য হালাল?!

এটা কি সেই জোলানি নয় –যার বিপ্লবী প্রকল্প ও নাগরিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য "নব্য আল-কায়দা" দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো?! এই লোকটা কি সে নয়, যার জন্য তারা দাওলাতুল ইসলামকে খারেজি বলেছিলো? অন্যদিকে তাদের "মাশায়েখ" ও "হেকমতের ফেরিওয়ালারা" এমন এক জৌলুশময় 'জুলানী প্রতিমা' গড়েছিলো, যা সে নিজেও গড়তে পারেনি, যদিও প্রতিমা গড়ার প্রতি তার রয়েছে দুর্নিবার আসক্তি! এখন কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন, দাওলাতুল ইসলামের অন্তর্দৃষ্টি আর আপনাদের সংগঠনগুলোর অন্ধতার মধ্যে কতটা বিস্তর ফারাক?! বুঝতে পারলেন হেদায়াত আর গোমরাহির মধ্যকার স্পষ্ট ব্যবধানটা?!

{أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.

যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে চলছে সে-ই কি সঠিক পথপ্রাপ্ত, নাকি সেই ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?

আল-মু'তামিদ ইবনে আব্বাদ তার প্রতিদ্বন্দ্বী মুরাবিতীনদের বিরুদ্ধে ক্রুসেইডারদের সহযোগিতা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এসময় তার দৃঢ় অবস্থান ইতিহাসের পাতায় তাকে অমর করে রেখেছে। তিনি বলেন: "মুরাবিতদের উট চরানো আমার কাছে ফিরিঙ্গী ক্রুসেডারদের শুকর চরানোর চেয়ে বেশি সম্মানজনক!" অন্যদিকে, জোলানী ও তার সৈনিকরা কথায় না হলেও কার্যত বলতে চাইছে, "দাওলাতুল ইসলাম টিকে থাকার চেয়ে ফিরিঙ্গিদের শুয়োর চরানো আমাদের নিকট বেশি প্রিয়।" বরং, তাগুত জোলানি শুধু ক্রুসেডারদের শুয়োর চরিয়েই থেমে থাকেনি—এখন সে ইহুদিদের শুয়োর চরানোর দায়িত্বটাও নিতে চায়। এবং শীঘ্রই হয়তো সে 'গারদাক'-এর খামারে সেচ দেওয়ার জন্য তার কাফির ও পাপিষ্ঠ সৈন্যদের রক্ত ঢেলে দিবে। এটির সূচনা ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে 'সুওয়াইদা ফাইলের' মাধ্যমে—যেখানে সিরিয়ার সরকারি নেতাদের নাকে খত দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নেওয়া হয়েছে ইহুদি-ফরাসি সভায়। সেখানে তারা মাথা নত করে আনুগত্যের শপথ এবং ইহুদিদের লাল দাগ অতিক্রম না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর আক্ষরিক অনুবাদ হলো সোয়াইদা থেকে বাস্তুচ্যুতদের সরানোর জন্য "আল-ফাতিহ বাস সার্ভিস" চালু করার মাধ্যমে । যা ছিল একটি সন্দেহজনক চাল এবং দক্ষিণ সিরিয়ায় জনসংখ্যাগত পরিবর্তন আনার অপপ্রয়াস। আর সোয়াইদা তো কেবল শুরু।

এই সরকারের ব্যর্থতার একটি অন্যতম নিদর্শন হলো, সে কোন দিকে এক পা আগালে দশ পা পিছিয়ে যেতে হয়। যেমন, "একতাবদ্ধ সিরিয়া"-র প্রতিক হিসেবে সে তার জাহেলি ভিজ্যুয়াল পরিচয় প্রচার করতে না করতেই কয়েকদিনের মধ্যে বিভক্তির ভূত মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো সোয়াইদা থেকে। সেখানে জোলানি -আচমকা- আবির্ভূত হলো ভূমিপুত্রদের (তথা গোত্রসমূহের) "আতঙ্ক" থেকে দ্রুজ সম্প্রদায়কে রক্ষা করার ভূমিকায়। অথচ এর আগে সে নিজেই গোত্রগুলোকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো তার রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য । তারপর তাদেরকে একা রেখে পালিয়ে যায় প্রতারণার স্লোগান দিয়ে: "আমাদের বাহিনী যদি না-ও থাকে, তবে আমাদের গোত্র তো আছেই!" শেষমেশ কী পেল সেই গোত্ররা? তাদের কপালে জুটলো কেবল অবরোধ, অসহায়ত্ব আর বাস্তুচ্যুতি! এসব কিছুর পিছনে উদ্দেশ্য ছিলো ইহুদি প্রকল্পকে এগিয়ে নেওয়া, যেটা জোলানির আমলে দ্রুত সম্প্রসারণ হতে শুরু করেছে। আর জোলানি এমন এক চরিত্র যে এই প্রকল্পের সেবাদাস হয়েই ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়, এমন কি দাজ্জালি শক্তির ছায়তলে বসে জায়োন-ক্রুসেডীয় সম্প্রসারণবাদী প্রকল্প– "দাউদের করিডোর" দিয়ে হলেও। যেই স্বপ্ন খুদে ইহুদি রাষ্ট্রটি দেখছিলো সেই জন্মলগ্ন থেকে, আজ 'বিশ্বাসঘাতকতার সিনড্রোম'-এ আক্রান্ত জোলানির আমলে এসে সেটা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। এমনকি তার বশ্যতা এত নিচে নেমেছে যে, তার খুব কাছের বিপ্লবী বন্ধুরাও নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে বলে: "জোলানির সরকার কি ইহুদি স্বার্থে আসাদ সরকারে চেয়ে বেশি নিবেদিত হবে?" তাদের মুখ থেকে এমন আশংকা বেরিয়ে আসার কারণ, তারা দেখতে পাচ্ছে, প্যারিস থেকে আজারবাইজান-সহ আরো অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে ইহুদি ও ক্রুসেডাররা সিরীয় সরকারের উপর যে দাবী-ই রাখে না কেন, সব কিছুতে জোলানির জবাব একটাই: "ইয়েস স্যার!"

শরীয়তের দৃষ্টিতে দ্রুজরা হলো এক বাতেনী কাফের সম্প্রদায়। যারা ইহুদিদের মতোই মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ লালন করে। ইসলামের সাথে তাদোর কোন নাম-নিশানা, কিংবা বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। জোলানি ও তার বাহিনীর সাথে এদের অঞ্চলভিত্তিক বিরোধ শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই এরা মুসলিমদের স্বঘোষিত শত্রু। এজন্য দাওলাতুল ইসলাম শুরুতেই আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী দ্রুজ সম্প্রদায়ের বিষয়ে ফয়সালা করে; তাদের উপর তরবারি চালিয়ে হত্যা ও বিতাড়নের ব্যবস্থা করে। কিন্তু তখন জেলানির সমর্থকরা সর্বাগ্রে এর বিরোধিতা করেছিলো, এবং তারা এটাকে "সিরিয়ান রক্তের পবিত্রতার প্রতি আগ্রাসন" হিসেবে অভিহিত করে! অথচ আজ তারাই সেই দ্রুজদের ইহুদি দালাল আর বিশ্বাসঘাতক বলে গাল দিচ্ছে—তাছাড়া এটি এজটি রাজনৈতিক বিরোধ, যার সাথে দ্বীনের দূরতম সম্পর্কও নেই!

আর দাওলাতুল ইসলাম আজও অন্ধকার জাহেলি পতাকাগুলোর ভিড়ে জ্বলজ্বলে, উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ পতাকা নিয়ে মাথা উঁচু করে টিকে আছে। তাদের প্রকল্প রয়ে গেছে স্বচ্ছ, নির্মল ও পবিত্র; কোন অপবিত্রতা বা কলুষতার ছোঁয়ায় কলঙ্কিত হয়নি। আর তাদের সৈনিকগণ -শত পরীক্ষার মাঝেও- টিকে আছে শরিয়াহর প্রকৃত সৈনিক হিসেবে, শরিয়াহর প্রহরী ও রক্ষক হিসেবে। অন্যদিকে তথাকথিত বিপ্লবীরা পরিণত হয়েছে ক্রুসেডার জোটের ভাড়াটে বাহিনীতে। একজন বসেছে "রাষ্ট্রপতি"-র আসনে, যার হাতে নেই রাষ্ট্রের কোনো কর্তৃত্ব; আরেকজন হয়েছে "আইনমন্ত্রী" -যে আল্লাহর আইনকে গণতন্ত্র দিয়ে পরিবর্তন করেছে, এবং মুশরিকদের খাতায় নিজের নাম লেখিয়েছে। আর ওই যে "প্রতিরক্ষা মন্ত্রী", যার কাজ হলো আমেরিকা ও ইহুদিদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত থাকা। তার ভরসা হলো: একদল নতুন প্রজন্মের "সন্ত্রাসী ছায়াসেনা", যাদের অভিধানে শুধু একটাই উত্তর: 'ইয়েস স্যার!' এমনকি ইহুদি-ফ্রাঙ্কদের শুয়োর চরাতে বললেও!

{وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ}
{যাকে আল্লাহ অপমান করেন, তাকে সম্মানিত করার কেউ নেই।}